بسم الله الرحمن الرحيم

# জুমুআর খুতবা (১৮ মে ২০১২)

## সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

**বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।**

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক হল্যান্ডের নুনস্পিটস্থ মসজিদে নূর-এ প্রদত্ত ১৮ মে ২০১২-এর (১৮ হিজরত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

**أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم***

**بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)**

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আজ আহমদীয়া জামাত হল্যান্ডের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে। তিনি আমাকে আরেকবার হল্যান্ডের বার্ষিক জলসায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দিচ্ছেন। আজকের এ জলসা মূলতঃ আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু আমার অংশ গ্রহণের ইচ্ছা দেখে আর আমার অন্যান্য প্রোগ্রামের নিরিখে হল্যান্ড জামাত এই জলসা এক সপ্তাহ এগিয়ে এনেছে। খুব কম সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে তাদের। যদিও হল্যান্ড একটি ছোট্ট দেশ আর আমাদেও জামাতও ছোট– স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ দিয়ে সহজেই সবাইকে জানানো যায় কিন্তু আপনারা সবাই সানন্দে ও অনায়াসে প্রোগ্রামের এই পরিবর্তন মেনে নিয়েছেন। এখানে স্থান সংকুলানের সমস্যা ছিল, জায়গা খুব ছোট। বড় হল ভাড়া করা হয়েছিল, তারিখ পরিবর্তনের কারণে তা পাওয়া যাচ্ছিল না। যাহোক এখন ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু কিছু বাস্তব সমস্যাও হয়ত হয়েছে অথবা সৃষ্টি হতে পারে যারফলে হয়ত আপনারা কিছুটা কষ্টের সম্মুখীন হয়ে থাকবেন। যদি এমন হয় তাহলে হাসিমুখে আপনারা তা সহ্য করবেন। প্রথমতঃ আমি আশা করি, আমাদেও স্বেচ্ছা সেবকরা আপনাদের আরামের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। জামাত ছোট হোক বা বড়, এখন পৃথিবীতে বার্ষিক জলসা বা কোন বড় ইজতেমার সময় পুরো আয়োজনকে সফল করার নিমিত্তে নিঃস্বার্থ কর্মীবাহিনী তৈরী হয়েছে, যারা সানন্দে অতিথি সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা এসেছেন– স্বেচ্ছা সেবকরা খুবই আন্তরিকতার সাথে তাদের সেবা দান করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লা স্বেচ্ছা সেবকদের আগামীতেও নিঃস্বার্থ সেবার তৌফিক দান করুন আর তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। যদি কোথাও কোন ত্রুটি থেকে যায় তাহলে সেগুলো

ঢেকে রাখুন। অতিথি যারা অংশ গ্রহণ করছেন তারাও দুর্বলতা বা ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে জলসায় অংশ গ্রহণের আসল উদ্দেশ্যকে সামনে রাখুন। জলসার মূল উদ্দেশ্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই বর্ণনা করেছেন। আর সে উদ্দেশ্য তাই যা বয়আতের মূল উদ্দেশ্য। বয়আত করার পর মানুষ পার্থিব মোহে আকৃষ্ট হয়ে আসল উদ্দেশ্যকে ভুলে যায়। এ জন্য আল্লাহ্ তা'লা বার বার উপদেশ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, এতে করে অন্তরে ঈমান আছে এমন প্রত্যেকের উপকার হয়। আল্লাহ্ বলেছেন, فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ নিশ্চয় উপদেশ প্রদান মু'মিনদের হিতসাধন করে (সূরা আয্ যারিয়াত:৫৬)। এ জলসা উপদেশ দেয়া এবং স্মরণ করানোর জন্য পৃথিবীর সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। এটি বলার জন্য এর আয়োজন, এ যুগের ইমামের হাতে বয়আত করার পর এ অঙ্গীকারকে স্মরণ রাখ! বয়আতের অঙ্গীকারকে স্মরণ কর। জাগতিক ব্যস্ততার কারণে কিছু দুর্বলতা যদি এসে গিয়ে থাকে তাহলে এখন উপদেশ শুনে, জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষামূলক বক্তৃতা শুনে নিজেদের অবস্থাকে নতুন করে তারা ক্ষতিয়ে দেখবে। সবাই একসাথে বসে পরস্পরের ভালগুণাবলী ধারণ ও বরণের চেষ্টা করুন এবং পাপ দূর করুন। সর্বদা স্মরণ রাখবেন! জলসার সময় ব্যক্তিগত বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দেবেন না, বরং অনুষ্ঠানমালা শোনার এরপরও দোয়া ও খোদার স্মরণে রত থাকার চেষ্টা করুন। এ উদ্দেশ্য নিয়েই জলসায় অংশগ্রহণ করা উচিত, এই আধ্যাত্মিক পরিবেশে দু'তিন দিন অতিবাহিত করে আমরা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার নবায়ন করব যাতে আমাদের ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় আর তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে যেন আমরা উন্নতি করতে পারি।

এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিম্নোবর্ণিত উপদেশটি সর্বদা মনে রাখবেন। তিনি (আ.) বলেন, **'এ অধমের হাতে বয়আত গ্রহণকারী এবং জামাতভূক্ত প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির কাছে যেন এটি সুস্পষ্ট থাকে যে বয়াতের উদ্দেশ্য হলো জাগতিকতার মোহ শিথিল হওয়া একই সাথে হৃদয়ে আপন প্রভু ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালবাসা ছেয়ে যাওয়া আবশ্যক এবং (জগতের সাথে) এমন বিচ্ছেদ সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় যার সুবাদে পরকালের সফর আর অপছন্দনীয় লাগবে না'।**

অতএব আমাদের প্রত্যেককে স্মরণ রাখা উচিত, জলসা যেন আমাদের জন্য এ মান অর্জনের মাধ্যম হয়। এ জলসায় ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়ার ভাবনাকে আরো শানিত করতে হবে। আমরা যদি বুঝি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে কী চান এবং মহানবী (সা.) কী চান? তবেই কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা অন্য সব ভালবাসার উপর প্রাধান্য পেতে পারে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদের কাছে কী চান- শুধু একথা জানলেই চলবে না বরং এসব বিষয় জানার পর এগুলোর উপর আমল করাও আবশ্যক এবং এগুলো লাভের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এসব বিষয় মেনে চললেই সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন মানুষের কাছে পরকালের সফর আর অপছন্দনীয় মনে হয় না। প্রত্যেককেই এক না একদিন এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে তারাই সৌভাগ্যবান যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও তাঁর ভালবাসা নিয়ে এ পৃথিবী ত্যাগ করবে এবং গিয়ে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হবে।

অতএব আমাদের সবার সামনে এ বিষয়টি থাকতে হবে, মানুষের মাঝে পুণ্যকর্ম করার এবং মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা তখনই প্রবল হয় যখন তার মাঝে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আমাকে এক না একদিন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হতে হবে, আর সেখানে আমাকে আমার কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন কর। আর প্রতিটি আত্মার দেখা উচিত, সে আগামীর জন্য কী প্রেরণ করছে? তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যা কিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা সর্বজ্ঞ। (সূরা আল্ হাশর:১৯)

আল্লাহ্ তা'লা এখানে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তোমাদের ঈমান তখনই পূর্ণতা পাবে যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হয়ে যাবে এবং তাঁর তাক্বওয়া অবলম্বন করবে। আর একজন খাঁটি মু'মিন হবার দাবীদার তখনই এই তাক্বওয়া অর্জন করতে পারে যখন সে বিশ্লেষণ করে যে, পরজগতের জন্য সে কী প্রেরণ করছে এবং সেই প্রকৃত ও স্থায়ী জীবনের জন্য সে কী চেষ্টা করেছে? মানুষ এই পার্থিব জগতের জন্য চেষ্টা করেই থাকে, অবিচলতার সাথে চাকরীর সন্ধান করে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পরিশ্রম করে, সম্পত্তি গড়ার জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করে, সন্তানকে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে উৎকণ্ঠার সাথে চেষ্টা করে এবং আরো অনেক জাগতিক কাজকর্মের জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লার প্রতি যার বিশ্বাস আছে সে এই চেষ্টা-প্রচেষ্টার পাশাপাশি দোয়াও করে অথবা অন্যদের দিয়ে দোয়াও করায়। জাগতিক উদ্দেশ্য অর্জনে দোয়ার জন্য প্রতিদিন আমার কাছে অসংখ্য পত্র আসে। অনেকে এমনও আছেন, যারা নিজেরা জাগতিক বিষয়াদি নিয়ে পড়ে থাকে, পাঁচ বেলার নামাযও যথাযথভাবে পড়ে না। আর পড়লেও তাড়াহুড়া করে মুরগীর আধার খাবার মত করে পড়ে কিন্তু দোয়ার পত্রে অনেক বেদনাদায়ক চিত্র তুলে ধরে আর তাও জাগতিক জিনিসের জন্য। দোয়ার গুরুত্ব কী, এ ব্যাপারে পরবর্তীতে আমি উল্লেখ করব। আমি বলছিলাম, মানুষ জাগতিক কাজের জন্য অনেক কিছু করে থাকে। একজন আহমদী এ দাবীও করে যে, আমি এ যুগের ইমামকে মেনেছি, যিনি আমাকে পুনরায় ইসলামের অনুপম শিক্ষার সাথে পরিচিত করিয়েছেন কিন্তু তাক্বওয়ার সেই মান অর্জন করে না বা করার চেষ্টাও করে না যা প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এটি বলেন নি যে, তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের জাগতিক উন্নতির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে বরং বলেছেন, তাক্বওয়া অবলম্বন কর আর দেখ! তুমি আগামীর জন্য, সেই পরবর্তী জীবনের জন্য যা তোমাদের মৃত্যুর পর শুরু হবে যা চিরস্থায়ী জীবন তার জন্য তোমরা কি অগ্রে প্রেরণ করেছ। এ জগতের অর্জন, এ জগতের ব্যাংক-ব্যালেন্স, এ জগতের সহায়-সম্পত্তি, সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজন সবকিছু এখানেই পড়ে থাকবে। তাদের ব্যাপারে খোদা তা'লা কিছুই জিজ্ঞেস করবেন না, আল্লাহ্ তা'লা এটিই জিজ্ঞাসা করবেন, যে সৎকর্ম করার জন্য আমি তোমাদেরকে তাগিদ দিয়েছি তা তোমরা কতটুকু করেছ? আর যে সৎকাজই আমরা করব, যে নেকীই আমরা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করব, তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যে কাজই আমরা করি না কেন, আমরা যতটুকু আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং বান্দার প্রাপ্য প্রদানের চেষ্টা করব তা খোদা তা'লার সামনে থাকবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'আমার কাছে তোমাদের সেসব সম্পদ পৌঁছবে না বরং তাক্বওয়া পৌঁছবে'।**

অতএব সর্বদা এ বিষয়টিকে দৃষ্টিতে রাখবে। যে কাজই তোমরা করছ, তা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের চিন্তা মাথায় রেখে কর অথবা আল্লাহ্ তা'লার বান্দার প্রাপ্য প্রদানের চিন্তা মাথায় রেখে কর। যে কাজ একনিষ্ঠ ভাবে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে হবে, সে কাজ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা এটি দেখ যে পরবর্তী দিনের জন্য তোমরা কি প্রেরণ করেছ। যা কিছুই আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়াকে দৃষ্টিতে রেখে এক বান্দা করে সে-ই আমলই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে

গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করবে এবং সে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে এর উত্তম প্রতিদান লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লাকে ধোঁকা দেয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেক কাজের নিয়্যত এবং প্রতিটি কাজ সম্বন্ধে অবগত। আমাদের কর্মের স্বরূপ কী আর ঐ কাজ আমরা কোন উদ্দেশ্যে করছি তাও তিনি জানেন। আর এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, **'কর্মের প্রতিফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল'**।

তাই আমাদের সে কাজই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হবে যে কর্মের উদ্দেশ্য পবিত্র হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া হৃদয়ে লালন করে তা করা হবে। আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামায। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ঈমান আনার পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রেখেছেন নামায প্রতিষ্ঠা করা কিন্তু অপর এক জায়গায় নামাযীদেরকে কঠোরভাবে সতর্কও করেছেন। বলেছেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ অর্থাৎ ঐসব নামাযীদের জন্য ধ্বংস যারা নামাযের অধিকার প্রদান করে না। যারা তাক্বওয়া বিবর্জিত নামায পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা যিনি আলিমুল গায়েব (অদৃশ্যের ব্যাপারে জ্ঞাত), যিনি খবীর (সর্বজ্ঞানী) এবং আলীম (সবজান্তা) তিনি সকল গোপন বিষয়েও অবগত। তিনি সকল বিষয় জানেন নিয়্যত বা উদ্দেশ্যকেও জানেন। নামায কি অবস্থায় পড়া হচ্ছে তাও জানেন। তিনি এমন নামায প্রত্যাখ্যান করেন যা তাক্বওয়া শুন্য। তাই আমাদের প্রত্যেককে একান্ত সাবধানতার সাথে নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত কেননা নামাযকে খোদা তা'লা আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর যা জীবনের মূল উদ্দেশ্য তা অর্জনের চেষ্টাও যথেষ্টভাবে করতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ আমি মানুষ ও জিন্নকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি (সূরা আয্ যারিয়াত:৫৭)।

এরপর মহানবী (সা.) বলেন, **'নামায হল সকল ইবাদতের মূল'**। আমি যেমন বলেছি, বস্তুবাদীরা জাগতিক স্বার্থে কতই না চেষ্টা-সাধনা করে, কত পরিশ্রম করে, কত রকমের কষ্ট সহ্য করে আর এত চিন্তা করে যে, নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলে। পার্থিব ধন-সম্পদ, সম্পত্তির ক্ষতি হলে কেউ কেউ মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। অনেকে আবার ভয়ানক পরিণতি সহ্য করতে না পেরে এমন বিষন্নতায় ভোগে যে, চিররোগী হয়ে যায়। এ সবকিছু পার্থিব জীবনের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু যদি একটু চিন্তা করে দেখেন! একজন মানুষের কর্মক্ষম বা সক্রিয় জীবন বা বয়স খুব বেশী হলে ষাঠ বা সত্তর বছর হয়ে থাকে। এরপরের জীবন সাধারণত কর্মক্ষম থাকে না। এরপর সাধারণত সন্তানদের বা অন্যদের দয়ামায়ার প্রতি নির্ভর করতে হয়। এখানেও (পাশ্চাত্যে) সন্তানেরাও দেখাশুনা করে না। অধিকাংশরাই বৃদ্ধাশ্রমে চলে যান, তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কয়েক সপ্তাহে একবার সন্তানরা তাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসে এবং মনে করে অনেক বড় অনুগ্রহ করে ফেলেছি। এই বয়সে কেউ তাদের গ্রাহ্যই করে না। সেখানে সবাই নার্স বা সেবিকাদের কৃপা ও অনুগ্রহের ওপর নীর্ভর করে। এই বয়সে উপনীত হয়ে যাদের খোদা তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকে তারা খোদা তা'লার দিকে মনোনিবেশ করে। এই বয়সে অনেকের মাঝে পরকালের চিন্তারও উদয় ঘটে। উত্তম পরিণামের জন্য দোয়া করে এবং অন্যদের দিয়েও দোয়া করিয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা এ বয়সে উপনীত হবার অনেক পূর্বেই নিজেদের উত্তম পরিণামের কথা ভাবে এবং নিজ জীবনের মৌলিক ও প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করে আর নিজ ইবাদতের ব্যাপারে যত্নবান থাকে। পার্থিব মোহ, চাকচিক্য তাকে ইবাদত সম্পর্কে উদাসীন করে না। নামাযের ব্যাপারে উদাসীন করে না। আহমদী পরিবারগুলোর প্রতি এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি অনুগহ, সাধারণত স্বামী বা স্ত্রীর মাঝে একজন যদি ইবাদতের ব্যাপারে যত্নবান না

হন তাহলে অপরজন মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। অনেকে আমাকে সাক্ষাতকালে বা চিঠি-পত্রের মাধ্যমেও বলেন, আমাদের স্বামী বা স্ত্রীর নামাযের প্রতি মনোযোগ নেই দোয়া করুন যেন তার মনোযোগ সৃষ্টি হয়। সাধারণত মহিলারা বেশি বলে থাকেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে এটি খুশির বিষয় যে, মহিলারা নামাযের প্রতি অধিক মনোযোগী এবং আশা করা যায় তাদের এই মনোযোগের কারণে সন্তানদেরও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে এবং সঠিকভাবে তাদের তরবীয়ত করতে পারবেন, সেখানে এটি একটি দুঃচিন্তারও বিষয় যে, পুরুষকে কর্তা বা অভিভাবক বানানো হয়েছে; যাকে পরিবারের তত্বাবধায়ক বানানো হয়েছে, সে নামাযে দুর্বল। পুরুষ হল, ঘরের কর্তা— যার দায়িত্ব হল, পুরো পরিবারের জন্য আদর্শ হওয়া শুধু তাই নয় তার আদর্শ হওয়াকে আবশ্যক আখ্যা দেয়া হয়েছে। সে যদি এই উদ্দেশ্য যা তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য, তা অর্জনের চেষ্টা  না করে তাহলে সন্তানেরা কী শিখবে? আর কার্যতঃ তাই হয়, ছেলে যখন বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করে তখন পিতা বে-নামাযী হলে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ সত্ত্বেও সেই ছেলে মুখের উপর বলে দেয়, আমি কেন পড়ব? নামায যা সকল ইবাদতের মূল, তা সম্পর্কে এরূপ যত্নবান হওয়া উচিত ছিল যে, মসজিদ বা নামায সেন্টার দূরে থাকলে ঘরে বাজামাত নামায আদায় করা উচিত— যেন নামাযের কল্যাণে ঘর ভরে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি সেই ঘরে অবতীর্ণ হয়। নামায প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরুষকে বিশেষভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে আর নামায প্রতিষ্ঠা করার অর্থই হল, একান্ত বাধ্যবাধকতা না থাকলে বাজামাত নামায পড়া।

এখানে জলসার তিন দিন আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক, শিক্ষামূলক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে অনুষ্ঠানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানের মধ্যে তাহাজ্জুদের নামায এবং ফরয নামায সমূহ অধিকাংশই বাজামাত পড়ে থাকেন। এ বিষয়গুলোকে নিজেদের জীবনের স্থায়ী অংশ করে নেয়ার অঙ্গীকার করুন তবেই আপনারা তাক্বওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পথে পরিচালিত বলে আখ্যা পেতে পারেন এবং জলসা আয়োজনের উদ্দেশ্য অর্জনকারী হতে পারেন। জলসা অনুষ্ঠানের ঘোষণা করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাক্বওয়ায় উন্নতি এবং এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি (আ.) জলসার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, **'হৃদয় যেন সম্পূর্ণরূপে পরকালের প্রতি ঝুঁকে যায়** (অর্থাৎ জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের মনে যেন খোদাভীতি সৃষ্টি হয়) **দুনিয়া-বিমুখতা, খোদা-ভীরুতা ও খোদার অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত হওয়া, সাধুতা, কোমল হৃদয়, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে তারা যেন পরস্পরের জন্য আদর্শ হয়। বিনয়, নম্রতা, সরলতা, সততা যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় এবং ধর্মীয় কাজে তারা যেন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে'।**

প্রথম কথা তিনি (আ.) বলেছেন, পরকালের প্রতি পূর্ণরূপে আকর্ষণ সৃষ্টি কর। কুরআনের নির্দেশও তাই, **'তোমরা পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করছ সে দিকে দৃষ্টি দাও'**। এ জগতের জন্য চিন্তা করার পরিবর্তে পরকালের চিন্তা কর। তাক্বওয়া থাকলে পরেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাক্বওয়া থাকলে তা খোদা ভীরুতার প্রতি আকৃষ্ট রাখবে। এরফলে আল্লাহর প্রাপ্য অধিকারসমূহ্ আদায় করার সাথে সাথে মানুষের অধিকারসমূহ্ আদায় করার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আর এ কারণেই তিনি (আ.) মানুষের প্রাপ্য অধিকারসমূহ্ আদায় করার ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টির কথা বলে ক্ষান্ত হন নি বরং বলছেন, সমাজের উপরও এর একটি ভালো প্রভাব পড়তে হবে। তোমাদের বিনয়, নম্রতা, সৎকর্ম এবং অন্যের প্রতি যত্নবান হওয়া যেন এমন পর্যায়ের হয় যে জগদ্বাসী বলে ওঠে, এরা হল আহমদী যারা অন্যদের থেকে ভিন্ন। আল্লাহ্র অধিকার ও মানুষের

প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে পৃথিবী কোন আদর্শ দেখতে চাইলে তারা যেন আহমদীদের দেখে। এরপর তিনি (আ.) বলেন, **'ধর্মীয় কাজে পরম উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে অংশ গ্রহণ কর'**। ধর্মীয় কাজের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য আর্থিক কুরবানী অন্তর্ভূক্ত। মসজিদ নির্মাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ও চেষ্টা করা, তবলীগ করার পরিকল্পনা করা এবং পরিকল্পনানুযায়ী প্রত্যেক আহমদীকে এজন্য সময় দেয়াও এর অন্তর্ভূক্ত।

অতএব জলসায় এসে আমরা যখন বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা শুনি আর এর সুবাদে যেসব বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তা পরবর্তীতেও যেন আমাদের মনে থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কাজেই প্রত্যেক আহমদীর উচিত এ জলসায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করা, আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অন্যান্য অধিকার সমূহ্ প্রদান করা এবং মানুষের অধিকার প্রদান সমাজের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। নিজেদের মাঝে কোন মনোমালিন্য থাকলে এ জলসার কল্যাণে তা দূর করে ফেলুন। এ জলসার উদ্দেশ্যাবলী আমরা তখনই অর্জন করতে পারব যখন আমরা সকল প্রকার পাপ দূর করার অংঙ্গীকার করব ও তা দূর করার চেষ্টা করব। এমন একটি সমাজ– যার অধিকাংশই খোদার অস্তিত্বে অস্বীকারী, যারা বৈষয়িকতাকেই সব কিছু মনে করে এবং তা অর্জনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করে সেখানে থেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা,অনেক বড় ব্যাপার। আমরা অনেককেই দেখে থাকি যারা এখানে এসে এখানকার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। এখানকার অধিকাংশ মানুষের শয়তানী কাজ-কর্ম নবাগতদের আকৃষ্ট করে। নবাগতরা বা যারা হীনমন্যতায় ভোগে, মনে করে যে হয়ত এসব এদের অন্ধ অনুকরণ এবং ধর্মকে অবহেলা করে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ার মাঝেই আমাদের উন্নতির রহস্য নিহিত। অথচ এতে উন্নতি নেই বরং ধ্বংস রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** অর্থাৎ হে বুদ্ধিমানগণ! আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফল হতে পার (সূরা আল্ মায়েদা:১০১)।

এখানে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সফল বলে অভিহিত করেছেন যারা আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং বুদ্ধিমান তারাই যারা পার্থিব কামনা-বাসনাকেই সবকিছু মনে করেনি। এ দুনিয়ার লোভ-লালসাকে প্রাধান্য দিয়ে চিরস্থায়ী জীবন ধ্বংস করেনি। বুদ্ধিমান তারাই যারা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়। যারা এ পার্থিব জীবনকেই সব কিছু জ্ঞান করে, তারা তাদের চিরস্থায়ী জীবন ধ্বংস করে। যে চিরস্থায়ী জীবন ধ্বংস করে তাকে কোনভাবেই বুদ্ধিমান বলা যায় না। বুদ্ধিমান তাকেই বলা যায় যে বড় কিছু লাভের জন্য ছোট জিনিস উৎসর্গ করে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইহজগতকে ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব একজন মানুষ, একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর এটিকেই জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা উচিত। এ উদ্দেশ্য কীভাবে অর্জন সম্ভব? আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** অর্থাৎ এটি (কুরআন করীম) সেই গ্রন্থ যা আমরা অবতীর্ন করেছি, এটি বরকত পূর্ণ। আর এ (কুরআন) অতি কল্যাণময় কিতাব যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয় (সূরা আল্ আন'আম: ১৫৬)।

অতএব আমাদেরকে যদি আল্লাহ্ তা'লার আশিসের উত্তরাধিকারী হতে হয় তবে পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী পালন করতে হবে যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জোরালো তাকীদ দিয়েছেন। আর এ আনুগত্যই তাক্বওয়ার পথ সুগম করে। এর প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা করুণা বর্ষণ করতে থাকবেন। এ করুণাবারি কখনো

নিঃশেষ হবে না বরং অবিরাম বর্ষিত হতে থাকবে। কেননা এখানে 'মুবারক' শব্দ লেখা আছে। বরকতের অর্থই হচ্ছে, সমস্ত কল্যাণকর বিষয় যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে লাভ হয় এবং তা প্রতি নিয়ত ও প্রতি মূহুর্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। এটি আল্লাহ্ তা'লার করুণা, যদি মানুষ তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একটি পুণ্য করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তা দশ গুণ বৃদ্ধি করি। শুধু তা-ই নয়— তিনি বলেন, আমি এর চাইতেও বেশি বৃদ্ধি করতে পারি এবং বৃদ্ধি করে থাকি।

অতএব তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বহু স্বাদের ফল ভোগ করে এক একটি পুণ্যের কয়েক গুণ ফল ভোগ করছে, অগণিত ও বেহিসাব ভোগ করছে। অতএব আমাদের প্রত্যেকের পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী পালনের চেষ্টা করা প্রয়োজন আর তখনই আমরা সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য হব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাক্বওয়ার ব্যাখ্যা করে এক স্থানে বলেন, **'তাক্বওয়ার সব সূক্ষ্ম পথে পদচারণার মাঝেই মানুষের সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য নিহিত। তাক্বওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলো আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের চিত্তাকর্ষক ছাপ ও নয়নাভিরাম গঠন-গড়ন স্বরূপ হয়ে থাকে। এটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লার আমানতসমূহ্ ও ঈমানী দায়িত্বাবলী যথাসম্ভব পালন করা এবং আপাদমস্তক যত শক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে যাতে বাহ্যিক চোখ-কান ও হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তর্ভূক্ত এবং আধ্যাত্মিক ভাবে হৃদয় এবং অন্যান্য বৃত্তি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভূক্ত। এগুলো যতদূর সম্ভব স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যথাযথভাবে ব্যবহার করা এবং অবৈধ স্থান হতে বিরত রাখা এবং সেগুলোর গুপ্ত আক্রমনের বিষয়ে সতর্ক থাকা হলো তাকোয়া'**।

এ হলো আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান। যে আমানত আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ন্যস্ত করেছেন, যে অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লার সাথে করেছেন তা সর্বদা পূর্ণ করার চেষ্টা করা। সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে সেই আমানত প্রত্যার্পন করা। হাত দ্বারা সেই কাজ করা উচিত যা আল্লাহ্ তা'লা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সমস্ত অপকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। পা সেসব পুণ্যকর্ম করার জন্য ব্যবহার করবে যা আল্লাহ্ তা'লা করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, প্রতিটি পদক্ষেপ যা মসজিদে যাবার উদ্দেশ্যে নেয়া হয় তার প্রতিদান দেয়া হয়। অতএব যারা প্রতিটি পদক্ষেপে দুনিয়ার ধান্দাকে পরিত্যাগ করে মসজিদে নামায পড়ার জন্য যায় তারাই আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানকারী। এভাবে মানুষের মধ্যে যত প্রকার সুপ্ত বৃত্তি রয়েছে সেগুলোও যথযথভাবে কাজে লাগনো উচিত। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সেগুলোর ব্যবহার করতে হবে। আর শয়তানের আক্রমন থেকেও বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। আর তাদেরকে এও বলেন, গুপ্ত আক্রমন সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। শয়তান যে কোনভাবে আক্রমন করতে পারে এথেকেও সতর্ক থাকবে। তিনি আবার বলেন, বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতিও দৃষ্টি রাখবে। এতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের কথা হলো, বান্দার যে অধিকার রয়েছে সেগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এটি সেই রীতি যার সাথে মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য সম্পৃক্ত। আর খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে তাক্বওয়াকে লেবাস বা পোষাক নামে অভিহিত করেছেন। 'লেবাসুত্ তাক্বওয়া' হলো পবিত্র কুরআনের শব্দ। এটি সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য এবং আধ্যাত্মিক শোভা তাক্বওয়া থেকে উৎসারিত হয়। খোদার সমস্ত আমানত— ঈমানী অঙ্গীকার তেমনিভাবে সৃষ্টির সমস্ত আমানত এবং অঙ্গীকারের প্রতি মানুষের যত্নবান থাকার নামই হল তাক্বওয়া। অর্থাৎ এর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দিকগুলোও যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্র অধিকার এবং বান্দার অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও সূচারুরূপে পালন করতে হবে। ব্যবসায়ীদের

দৈনন্দিন জীবনে যেসব বিষয়াদি রয়েছে, সেখানে যে অঙ্গীকার রয়েছে, যে চুক্তি করা হয় তা ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করা উচিত। ছাত্ররা তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব পালন করবে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকার প্রদান করা করা ছাড়াও প্রত্যেক ধরনের অধিকার প্রদান করাই মূলতঃ তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হওয়া।

অতঃপর তিনি (আ.) অপর একস্থানে বলেন, **'মুত্তাকী হবার জন্য বড় বড় বিষয় যেমন- ব্যভিচার, চুরি, অধিকার খর্ব করা, লোক দেখানো, আত্মশ্লাঘা, অবজ্ঞা এবং কৃপণতাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করা আবশ্যক; একই ভাবে নীচ বদভ্যাসগুলোও এড়িয়ে চলতে হবে। চুরি, ব্যাভিচারের মত বড় বড় পাপ মানুষ এমনিতেই এড়িয়ে চলে এছাড়া কৃত্রিমতা কার্পণ্য, অহংকার এবং লোক দেখানোর মত সব বদভ্যাস মানুষের ছেড়ে দেয়া উচিত। আর নোংরা স্বভাবও এড়িয়ে চলতে হবে মানুষকে। আর কেবল নীচ অভ্যাস এড়িয়ে চলাই নয় বরং এর বিপরীতে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও উন্নতি করতে হবে। যেসব উত্তম বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেক্ষেত্রে অন্যের তুলনায় উন্নতি কর। উত্তম চরিত্র কি? তা হচ্ছে মানুষের সাথে নম্র আচার-আচরণ, সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকারের বিশ্বস্ততা এবং একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করা এবং সবোচ্চ পর্যায়ের সেবার সুযোগ অন্বেষণ করা।** (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান ও ধর্মের সেবা করার জন্য সবাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। এমন চেষ্টা করা উচিত যা প্রশংসনীয় আখ্যা পেতে পারে।) **এই গুণাবলীর কারণে মানুষ মুত্তাকী আখ্যায়িত হয়। যারা এই গুণাবলীর সমাহার হয়ে থাকে** (অর্থাৎ যাদের মাঝে এই গুণাবলী বর্তমান থাকে) **তারাই প্রকৃত মুত্তাকী বা খোদাভীরু। অর্থাৎ যদি কারো মাঝে দু'একটি গুণ বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে মুত্তাকী বলা যাবে না।** (অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে, অনেক পুণ্যকর্ম রয়েছে, অনেক সৎকর্ম রয়েছে। যদি কারো মাঝে একটি, দু'টি বা তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে প্রকৃত মুত্তাকী বলা যাবে না)। তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **'যার মাঝে এই গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে তিনিই মুত্তাকী হবেন। সমস্ত মন্দ স্বভাব যা রয়েছে তা পরিত্যাগ করা উচিত এবং সকল উত্তম গুণ আত্মস্থ করা উচিত'**। তিনি (আ.) বলেন, **'যদি কারো মাঝে বিচ্ছিন্ন কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে কিন্তু সকল উত্তম গুণ বিদ্যমান না থাকে তাহলে তাকে মুত্তাকী বলা যাবে না। নিজের মাঝে সকল প্রকার উত্তম গুণের সমাহার ঘটলে তখনই কেবল তাকে মুত্তাকী বলা হবে। আর এরূপ ব্যক্তিদের জন্যই** لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (সূরা আল্ বাকারা: ৬২)। **অতএব এরপর তাদের আর কি চাওয়ার থাকতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা এসব মানুষের অভিভাবক হয়ে থাকেন। অর্থাৎ মানুষ যখন এ পর্যায়ে উপনীত হয় তখন সে ভীতও হয় না আর দুঃশ্চিন্তাগ্রস্তও হয় না। তখন আল্লাহ্ তা'লা তার সঙ্গী হয়ে যান। যেমন কিনা তিনি বলেন,** وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ১৯৭)। **হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তার হাত হয়ে যান যদ্বারা সে ধরে, আল্লাহ্ তা'লা তার চোখ হয়ে যান যদ্বারা সে দেখে। আল্লাহ্ তা'লা তার কান হয়ে যান যদ্বারা সে শোনে। আল্লাহ্ তা'লা তার পা হয়ে যান যদ্বারা সে চলে। অপর এক হাদীসে এসেছে, যে আমার ওলীর প্রতি শত্রুতা রাখে আমি তাকে বলি, আমার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। আর একস্থানে বলেন, যদি কেউ খোদার ওলীর উপর আক্রমণ করে খোদা তা'লা তার উপর এমন আক্রমণাত্মক ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন যেভাবে একটি বাঘিনীর কাছ থেকে তার বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিলে সে রাগান্বিত হয়ে আক্রমণ করে'।**

অতএব এ হচ্ছে তাক্বওয়ার স্বরূপ যা আমাদেরকে অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিতে তিনি যেভাবে জলসার উদ্দেশ্যাবলী লিখেছেন তা আমি পাঠ করেছি।

তিনি (আ.) দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ বলেন, **'জলসায় এসে নিজেদের ধর্মীয় কর্মকান্ডের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত!** যেভাবে কিনা পূর্বেও সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি, **ধর্মীয় কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা'।**

পাকিস্তানে ধর্ম প্রচার ও প্রসার তো দুরের কথা বরং ধর্মের উপর আমল করারও অনুমতি নাই, এ কারণে আপনাদের মধ্যে অধিকাংশ পাকিস্তান থেকে হিজরত করে এখানে এসেছেন। সেখানে আমরা স্বাধীনভাবে প্রকাশ্যে নামায পড়তে পারি না। আমাদেরকে কলেমা লিখতে বাঁধা দেয়া করা হয়। প্রায়শঃ মৌলভীদের কথায় শাসকগোষ্ঠী ও পুলিশ আমাদের মসজিদ থেকে কলেমা মোছার জন্য চলে আসে। এখন আমাদের বড় বড় শহরের বড় বড় মসজিদগুলোর প্রতিও তাদের কুদৃষ্টি রয়েছে। যাহোক ধর্মীয় বিষয়ে আহমদীদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হচ্ছে আর এ কারণে আপনাদের অধিকাংশ এখানে এসেছেন। গত কয়েক বছরে যারা থাইল্যান্ডে আটকা পড়েছিলেন সেখান থেকে অনেক পাকিস্তানী পরিবার এখানে এসেছেন। ইউ.এন.ও-এর মাধ্যমে সেখানে তাদের মামলা মিমাংসা করে এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা এসেছেন তাদের কতক পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ কষ্টের মাঝে দিনাতিপাত করছিলেন। অনেকে পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন।

যাহোক আপনারা এখানে (পাশ্চাত্যে) এসে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করছেন। এ জন্য প্রথমতঃ পাকিস্তানী আহমদী ভাইদের জন্য বহিঃর্বিশ্বে বসবাসকারী আহমদীদের অনেক বেশি দোয়া করা উচিত; আল্লাহ্ তা'লা যেন দ্রুত তাদেরকেও সুদিন দেখান এবং তারাও ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বিতীয় বড় দায়িত্ব যা পাকিস্তানের বাহিরে বহিঃর্বিশ্বে বসবাসকারী আহমদীদের উপর ন্যস্ত হয়, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, ধর্মসেবার জন্য এগিয়ে আসুন। হল্যান্ড একটি ছোট্ট দেশ— এখানকার একজন রাজনীতিবিদ ইসলামের দুর্ণাম করার জন্য অনেক হীন চেষ্টা করেছে। এখানকার আহমদীরা যদি একটি অভিযান হিসেবে দৃঢ়চিত্ততার সাথে তবলীগের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেত তাহলে ইসলাম সম্পর্কে নেতীবাচক মনোভাব অনেকটা দূরীভূত করতে পারত বরং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা তুলে ধরারও সুযোগ পেত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের একটি উদ্দেশ্য বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই হিদায়াত এবং শরীয়তের প্রসার যা মহানবী (সা.) নিয়ে এসেছিলেন আর যা পবিত্র কুরআন আকারে আমাদের কাছে রক্ষিত আছে। এই বাণী জগদ্বাসীর নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বও আমাদের। এ ব্যাপারেও আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এখানে (হল্যান্ডে) এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিভিন্ন জাতির মানুষ বসবাস করেন আর তাদের মধ্যে আহমদীও রয়েছেন। এসব জাতির মাঝে জোরালোভাবে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বিশ্বের যে স্থানের জামাতই এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উত্তম সাহায্যকারী হিসেবে খিলাফতের হাতকে সুদৃঢ় করার মানসে তবলীগের কাজকে বিস্তৃত করেছে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেসব স্থানে জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাবার পাশাপাশি পুণ্য স্বভাবের লোকদের জামাতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে আর ব্যাপকহারে হচ্ছে। অনেকে বলে থাকে, এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর ধর্মের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। আসলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের এটিই চিত্র, বরং এটি পুরো পশ্চিমা বিশ্বের চিত্র, বলা যায় গোটা খ্রিস্টান বিশ্বে একই চিত্র বিরাজ করছে। শুধু তাই নয় বরং নামসর্বস্ব মুসলমানদেরও ধর্মের প্রতি কোন আগ্রহ নেই, আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় সত্যিকার বিশ্বাস নেই। যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস থাকত তাহলে নামধারী আলেম ও তাদের

সাঙ্গপাঙ্গরা যে নির্যাতন ও নিস্পেষণ চালাচ্ছে তা কখনো করত না । যাহোক বলা হয়ে থাকে তাদের কোন আগ্রহ নেই ধর্মের প্রতি, খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস নেই। অতএব খোদা তা'লার সত্তায় বিশ্বাস সৃষ্টি করানোর কাজও আমাদেরই। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, পবিত্র কুরআনের অনুসরণ কর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর; যদি আমরা সকল ক্ষেত্রে এই উৎকর্ষ কিতাবের অনুসরণকারী হয়ে যাই, তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুত্তাকীর যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন আমরা তার অধীনে আসব। তাহলে আমাদের আদর্শই আমাদের তবলীগের পথ সুগম করবে। এটি আসলে মনোযোগ দেয়ার বিষয় মাত্র, যদি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আল্লাহ্ তা'লাই অবস্থা পরিবর্তন করে দিবেন।

অতঃপর তবলীগের বিভিন্ন পথ সন্ধান করার জন্যও শর্ত হল, তাক্বওয়া পথে চলা প্রত্যেক আহমদীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আমরা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তনের যে অঙ্গীকার করেছি সেটিকে সামনে রাখা প্রয়োজন, সেটি সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আমাদের কর্ম, আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা, আমাদের দোয়া জগদ্বাসীকে পথ দেখানোর কারণ হতে পারে; তা-না হলে আজকের এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত ব্যতিরেকে অন্য কোন জামাত নেই যারা সত্যিকার ইসলাম বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারে। কাজেই এ জলসায় এসে প্রত্যেক আহমদীকে এই তিন দিনে কল্যাণ লাভের প্রতি যেখানে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন সেখানে এই অঙ্গীকারেরও প্রয়োজন যে, আমরা আগামীতে খোদা তা'লার অধিকার প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করব এবং নিজের ভাইয়ের প্রাপ্য অধিকার প্রদানেরও আপ্রাণ চেষ্টা করব। সমাজের অধিকার প্রদানের প্রতিও অনেক বেশি চেষ্টা করতে হবে আর এই দেশের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের ব্যাপারেও আমাদেরকে অনেক বেশি সচেষ্ট হতে হবে; যারা আমাদেরকে স্বাধীনভাবে এখানে বসবাসের সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন। আর একমাত্র তবলীগের মাধ্যমেই এই অধিকার প্রদান করা সম্ভব। এই অধিকার ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার বাণী পৌঁছানোর মাধ্যমে হতে পারে আর এ অধিকার ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করার মাধ্যমেও প্রদান করা যেতে পারে।

অতএব সকল আবালবৃদ্ধবণিতা এই অধিকার প্রদান করার চেষ্টা করুন। আর এর মাধ্যমেই সবার এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে, আর তখনই বিপ্লব আসবে। তাই দোয়ায় রত থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা দোয়ার মাধ্যমে নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। অনেক এমন কাজ রয়েছে যা মানুষ করতে পারে না। অনেক সময় তবলীগের প্রচলিত পদ্ধতিতে তবলীগ হয় না। এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হলে আর সম্মিলিত ভাবে দোয়া করলে তখন আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন দেখান আর সেই নিদর্শনই বিপ্লবের কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর সৌভাগ্য দিন। আল্লাহ্ তা'লা এ দিনগুলোতে জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে নিজের জীবন, নিজের দিন-ক্ষণকে দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করার সুযোগ দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের তৌফীক দান করুন।

জুমুআর পরে আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। যা আমাদের অনেক পুরনো এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মী জনাব নাসের আহমদ সাহেবের, যিনি সাবেক মুহাসেব এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তানের প্রভিডেন্ট ফান্ড এর কর্মকর্তা ছিলেন। ২০১২ সালের ১৩ই মে দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৭৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মেরুদন্ডের কষ্টের কারণে জামাতের এই প্রবীন সেবক কিছু দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। ভারতের গুরদাসপুর জেলার সিখওঁয়ার সাথে তাঁর বংশের সম্পর্ক ছিল। মরহুমের দাদা মিয়াঁ এলাহী বখ্শ সাহেব সিখওয়ানী (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন।

তাঁর পিতা জনাব মিয়াঁ চেরাগ দ্বীন সাহেব ১৯০৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। এরপর সিখওঁয়া থেকে স্থানান্তরীত হয়ে কাদিয়ান চলে এসেছিলেন। তিনি ১৯৩৮ সালের আগস্টে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে অর্জন করেন। পাকিস্তান হিজরতের পর চিনিউটের টিআই স্কুল থেকে তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর তিনি বি,এ পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৫৬ সালের জুন থেকে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়ার বিভিন্ন পদে কর্মকর্তা হিসেবে সন্মানের সাথে কাজ করেছেন। যেমন খাজানা বা কোষাগারে, ওসীয়্যত বিভাগে সহকারী সেক্রেটারী মজলিস কারপরদাযও ছিলেন। আবার নায়েব অডিটর হিসেবে ১৯৯০ সালে নিযুক্ত হন। ১৯৯৩ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড এর কর্মকর্তা হিসেবে সেবা প্রদান করতে থাকেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জলসা সালানার হিসাব ও অনুসন্ধান বিভাগের নাযেম হিসেবে সেবা প্রদানের তৌফিক লাভ করেছেন।

তিনি বহুগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। নিয়মিত নামাযে যোগদানকারী, আমি দেখেছি অসুস্থ অবস্থাতেও মসজিদে অবশ্যই আসতেন। তাহাজ্জুদ ও দোয়ার অভ্যাসের পাশাপাশি মরহুম ছিলেন বিনয়ী স্বভাবের, সদা হাসিমুখ, বিশ্বস্ত ও অতিথি পরায়ণ। অতিথি এবং বন্ধুদের সাথে অত্যন্ত ভালবাসা ও স্নেহসুলভ ব্যবহার করতেন। স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। পাড়ার অনেক শিশুদেরকে তিনি পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন। খিলাফতের সাথে অগাধ ভালবাসা ও ভক্তি ছিল। মরহুম মুসী ছিলেন এবং নিজ জীবদ্দশাতেই সম্পত্তির অংশ পরিশোধ করেছেন। মৃত্যুকালে মরহুম স্ত্রী ছাড়াও দু'জন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের রূহের মাগফিরাত করুন এবং স্বীয় সন্তুষ্টির জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান করুন, আমীন।

**(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)**